দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20/1/80 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

ধূলিশয্যায়

বোর্ডের বই

টেক্সট বুক বোর্ডের বই এখন পথে নেমেছে। বই-এর দোকানের তাকের সুখশয্যা ত্যাগ করে এখন তারা ফুটপাথ অলংকৃত করছে। বোর্ড প্রকাশিত এবং তাদের মহাসুজন এজেন্টদের মহান মাধ্যমে পরিবেশিতব্য পুস্তকরাজী এখন সেকেন্ডহ্যান্ড কাপড়, পুরানো বই আর পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি শায়িত হয়ে খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

নিয়ম অনুযায়ী অবশ্য বোর্ডের বই-এর এমন ভূতলশায়ী হবার কথা ছিল না। ব্যবস্থা এই যে ওসব বই বিক্রি হবে তাদের মহামান্য এজেন্টদের মাধ্যমেই। তারা স্বজনে সেটকে সেট বই তুলে দেবেন ছাত্রছাত্রী অথবা তাদের পক্ষ থেকে যারা কেনা-কাটা করতে যাবেন তাদের করকমলে। কিন্তু, সুখের বিষয়, এখন আর এজেন্টদের বোর্ডের বই বিক্রিজনিত কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, তার জন্য যে তাদের কোনো-রকম ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে, লোকসান দিতে হচ্ছে, গোনাগারী দিতে হচ্ছে তা মোটেই নয়। যেটুকু খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাতে জানা গেছে, এজেন্ট মহোদয়দের খুশীর খেলে কলাপূর্ণ করেই ফুটপাতে বসানো সম্ভব হয়েছে বোর্ডের বই-এর হাট। তাদের দোকানের স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে হাজার হাজার বোর্ডের বই এখন ঠাঁই নিয়েছে ধূলি ধূসরিত ফুটপাতে। মাথার উপর থেকে নামানো হয়েছে পদপ্রান্তে। উল্টোটা ঘটেছে কিন্তু দামের ক্ষেত্রে। বোর্ডের পুস্তকরাজী যখন এজেন্ট মহোদয়দের তাকের গর্ভে ছিল তখন তার যা দাম ছিল পথে নেমে আসার দরুন তা কমেনি বরং পথে নামবার ত্যাগ স্বীকার এবং আপনাদের পদপ্রান্তে চুম্বনে ধন্য হবার গর্বে তার দাম গিয়েছে বেড়ে। বলা বাহুল্য, এজেন্ট মহোদয়রা সবাই নির্ধারিত মূল্যে পুস্তক পণ্য বিক্রয় করে পুণ্য লাভে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এটা ঠিক নয়ঃ বাং গেরস্থকে কি করে আরো একটা বেশি দোহন করা যায় সেই মতলবটা তাদের মাথার মধ্যে সব সময়ই ঘুরপাক খেয়েছে। কিন্তু বই-এর ভূমিশয্যা গ্রহণের পর সেই নামমাত্র মুনাফা দিয়েও জয় করা যাচ্ছে না কঠিন ফুটপাতের বই বিক্রেতার কঠিনতর হৃদয়। শোনা যাচ্ছে, যে বই-এর সেটের দাম ছিল ১৮.২৫ টাকা এখন ৩৫ টাকা অর্থাৎ দ্বিগুণ দাম না দিলে ধূলিশয্যা ত্যাগে সম্মত নয় বোর্ডের সেই পুস্তক সম্পদ।

বোর্ডের পুস্তকের এমনিভাবে মর্তযাত্রা ও দামের স্বর্গলাভের কারণটাও আমাদের অজানা নয়। গেরস্থকে আরো বেশি করে দোহনের যে মনোবাসনা এজেন্ট মহোদয়ের চিত্তলোকে সদা বিরাজমান তার পরিণামেই ফুটপাতে জমেছে বোর্ডের বই এর স্তূপ। আর সেই সুবন্দোবস্ত বোর্ড-এর বিতরণ ব্যবস্থার বদৌলতে অনায়াসেই নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। মফস্বলের এজেন্টদের বেশি হারে কমিশন দেয়া হয়। কিন্তু তাদের যাতায়াতের ঝামেলা-রকমারী আছে। আরো আছে বেচাকেনার হাজারো হুজ্জত। সুতরাং তাদের অনেকে ঢাকার বাজারে বই বিক্রি করে মুনাফা পকেটস্থ করে বাড়ি যায়। সেই সব বই আসে ফুটপাতে। রাজধানীর অনেক এজেন্টও সেই মহাজনী পথ অনুসরণ করছেন।

তারা বলছেন, আপনারা যারা এটাকে বই-এর কালোবাজারী বলেন, তারা ভুল করছেন। বরং বলুন খোলাবাজার। দিব্যি দিনে-দুপুরে লক্ষ লোকের চোখের সামনে যে বিকিকিনি তাকে কি কোনোমতে কালোবাজার বলা যায়? এই ব্যবস্থার সুফল ও সাফল্য সম্পর্কে তারা বলছেন, খদ্দেরদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। মনে আছে, গত বছর আপনারা এই সব বই-এর দাবীতে মিছিল করেছিলেন। ভাবুন একবার তখন যদি খোলা-বাজারে এমনিভাবে বোর্ডের বই বিক্রি হত; আপনার পদপ্রান্তে লুটোপুটি খেত ঐ বই-এর স্তূপ। তাহলে কি 'বই দাও' 'বই দাও বই দাও' বলে আপনাদের নড়া তুলতে হত? ফুটপাতে বই পাওয়া গেলে কি আপনারা কাতারবন্দী হতেন এজেন্টদের দোকানের সামনে? হন্যে হয়ে কি আপনাদের বই-এর খোঁজ করতে হত? আপনাদের কাছ থেকে দুটো বেশি পয়সা নিচ্ছি—এটাকেই আপনারা বড় করে দেখলেন কিন্তু আপনাদের যে সুবিধাটুকু করে দিলুম সেটার কথা এতটুকু ভাবলেন না। এতেও যদি আপনাদের হৃদয় আর্দ্র না হয় তো বলুন, আপনাদের বাড়ি গিয়ে আমরা বোর্ডের বই ফেরী করে বেচে আসব। আসলে কি জানেন, শেষে আপনাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে আমরা শীগগীরই ঐ ধরনের একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, দামটা তখন আরো একটু বেশি পড়বে এই যা।

খোন্দকার আলী আশরাফ